গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন গাইডলাইন

২০২১

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করেছে, কারণ বিপুল সংখ্যক পর্যটক তাদের বাজেটের এক তৃতীয়াংশের বেশি সুখাদ্য ভোজন ও অন্যান্য খাদ্য সংক্রান্ত কাজে ব্যয় করে থাকে। বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে কারণ এদেশে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী অগনিত বিখ্যাত খাবারের সমাহার যা পর্যটকদের কাছে সমাদৃত এবং ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের বিখ্যাত ফসল ও মশলা চাষের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে উপযোগী, যা ছয়টি ঋতুর প্রকৃতি অনুযায়ী বৈচিত্রময় খাবার তৈরিতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রন্ধনপ্রণালী বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে ইউরোপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যখন মানুষ ভ্রমণ করে তখন তারা বৈচিত্র্যময় স্থানীয় খাবার উপভোগ করতে পছন্দ করে এবং এর খাঁটি ও ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতার সাথে বিশেষ খাবারের স্বাদ নিতে চায়। "গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন গাইডলাইন"-এ বাংলাদেশের গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিপণন নানা পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনঃ গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের মাধ্যমে পর্যটকরা স্থানীয় খাবারের সন্ধান, বিখ্যাত খাবারের স্বাদ গ্রহণ, খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি অবলোকন এবং বিখ্যাত বাবুর্চি দ্বারা রান্না করা খাবার, খাদ্য, পিঠা ও ফল উৎসব উপভোগ এবং রেস্তোরাঁ দেখার জন্য বিশেষ স্থানে ভ্রমণ করে। এটি ফুড পর্যটন (Food Tourism), কালিনারি পর্যটন (Culinary Tourism) বা গুরমেট পর্যটন (Gourmet Tourism) নামেও পরিচিত।

গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটকঃ যারা প্রকৃতিগতভাবে ভোজন রসিক এবং নির্দিষ্ট স্থানে সুখাদ্য ভোজনের ক্ষেত্র অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ করে তারা গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটক হিসাবে পরিচিত।

গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সাইটঃ গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সাইট বলতে সেই স্থানগুলোকে বোঝায় যেখানে ভ্রমণের প্রাথমিক আকর্ষণ হল গ্যাস্ট্রোনমি, যেমনঃ সুখাদ্য ভোজনের সুবিধা, খাদ্য উৎপাদন এলাকা, খামার, বাগান ইত্যাদি।

৩. উদ্দেশ্য

এই গাইডলাইনের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের উন্নয়ন ও বিপণনকে সহায়তা করা। গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনকে শক্তিশালী কৌশল হিসেবে গ্রহণ করতে চায় এমন পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানগুলোর জন্য এই গাইডলাইনটি একটি উপকারী মাধ্যম হতে পারে। এই গাইডলাইনটির অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন আকর্ষণ এবং পরিষেবাসমূহ চিহ্নিত করা।

খ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের বিপণন ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

গ. জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন আকর্ষণ এবং পরিষেবাদি সনাক্তকরণ

গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনে পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সুস্বাধু খাবার, প্রচলিত ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। প্রতিযোগিতামূলক গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বাজারে নিজেদের অবস্থান জোরদার করার জন্য বেশিরভাগ পর্যটন কেন্দ্রগুলি গ্যাস্ট্রোনমিক আকর্ষণ এবং পরিষেবা বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করছে। গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বর্তমানে শুধুমাত্র রেস্তোরাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি গ্যাস্ট্রোনমিক ঐতিহ্য, আতিথেয়তা খাত, খাদ্য শিল্প এবং উৎপাদন এলাকা, গ্যাস্ট্রোনমিক কার্যক্রম এবং গ্যাস্ট্রোনমিক শিক্ষার মতো বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে ।

বাংলাদেশের মূল গ্যাস্ট্রনমি পর্যটন আকর্ষণসমূহঃ

ক. বিভিন্ন পর্যটন স্থানের ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমনঃ ঢাকাই বিরিয়ানি এবং বাকরখানি, চক বাজারের ইফতার, দক্ষিণবঙ্গের চুই ঝাল মাংস, নাটোরের কাঁচা গোল্লা মিষ্টি, টাঙ্গাইলের চমচম, চট্টগ্রামের মেজবানী মাংস, মৌলভীবাজারের সাত রঙের চা ইত্যাদি।

খ. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবারের অনন্য পরিবেশন পদ্ধতি।

গ. বৈচিত্র্যময় মৌসুমী খাবারের সমারোহ যেমন, গ্রীষ্মে পাওয়া ফল এবং শীত মৌসুমে তৈরি পিঠা।

ঘ. বাংলাদেশের নদীতে পাওয়া যায় এমন মাছ যেমনঃ ইলিশ, বাতাসি, চাপিলা, পাবদা, কালিবাউস, টেংরা ইত্যাদি।

ঙ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের খাবার যেমনঃ হেবাং, ব্যম্বো চিকেন (Bamboo Chicken) -যা রাঙ্গামাটির ঐতিহ্যবাহী খাবার।

চ. বাংলাদেশি খাবারের সুগন্ধি উপাদান যেমনঃ ভেষজ, মশলা, দেশি ঘি, সরিষার তেল, মধু গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটকদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় হতে পারে।

ছ. বিভিন্ন মৌসুমে গ্যাস্ট্রোনমিক ইভেন্ট যেমনঃ ফসল কাটার উৎসব, পিঠা উৎসব, ফল উৎসব ইত্যাদি।

৫. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সংরক্ষণ

গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের দীর্ঘমেয়াদী উপকারী প্রভাবসমূহ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে, সরকার এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ জরুরি। গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সংরক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সংরক্ষণের জন্য মাঝারি বা দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

খ. গ্যাস্ট্রনমি পর্যটন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা এবং বিভিন্ন সেক্টরের কর্তৃপক্ষ যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্যাস্ট্রনমি পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত তাদের নিকট উপস্থাপন করা।

গ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সাইটে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া তৈরি করা।

ঘ. ঐতিহ্যবাহী রেসিপি, পরিবেশন পদ্ধতি এবং আতিথেয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গ্যাস্ট্রোনমিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং দীর্ঘায়িত করার প্রকল্প বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান করা।

ঙ. স্থানীয় গ্যাস্ট্রোনমি, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে সম্মানার্থে দর্শনার্থীদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

চ. স্থানীয় গ্যাস্ট্রোনমিক পণ্য এবং পরিষেবা ব্যবহারের জন্য উৎসাহ প্রদান করা, যেন স্থানীয় জনগোষ্ঠী গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটনের অংশ হতে পেরে গর্ব বোধ করে।

ছ. দেশের জনপ্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহী খাবারের তালিকা প্রস্তুত, রেসিপি, গুনগতমান, বর্ণনা ও ছবি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বিকাশের মূলনীতি

বাংলাদেশের গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন উন্নয়নের নীতি হল গ্যাস্ট্রোনমিক সম্পদকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে মূল পর্যটন আকর্ষণ হিসাবে তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্যে, নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকাসমূহ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজনঃ

ক. গ্যাস্ট্রোনমির নান্দনিক সম্ভাবনা উন্নত করতে গ্যাস্ট্রোনমিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা।

খ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সম্পর্কিত উদ্ভাবনমূলক কাজে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করা।

গ. গ্যাস্ট্রোনমি সংস্কৃতি এবং স্থানীয় পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ এবং সেমিনারের আয়োজন করা।

ঘ. পর্যটন বাজারে বিপুল সম্ভাবনাময় স্থানীয় গ্যাস্ট্রোনমি পণ্যগুলো চিহ্নিত করা।

ঙ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সম্পর্কিত স্থানীয় উৎপাদকদের চাহিদা পূরণের জন্য সহায়তামূলক কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

চ. স্থানীয় ট্যুর গাইডদের জন্য প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা যেন তারা সঠিকভাবে গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটকদের গাইড করতে পারে।

ছ. সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে গ্যাস্ট্রনমি পর্যটনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পর্যটন সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

জ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের জন্য ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডেভেলপ করা এবং মার্কেটিং ক্যাম্পেইনগুলোকে প্রচার ও প্রসার করা। এ ক্ষেত্রে একসেস টু ইনোভেট প্রোগ্রাম এর সাথে যৌথ ভাবে কাজ করা।

ঝ. প্রতিবছর ২০ অক্টোবর, বিশ্ব সেফ দিবস উপলক্ষে "মাস্টার সেফ প্রতিযোগিতা" আয়োজন করা।

ঞ. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী, বিখ্যাত এবং প্রসিদ্ধ খাবার ও রন্ধনশিল্প জনপ্রিয় এবং প্রমোট করা এবং শিখন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য দেশি-বিদেশি ছাত্রছাত্রিদের জন্য হোমস্টে প্রোগ্রাম চালু করা। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের সাথে সমন্বয় করা।

ট. ধান ও অন্যান্য ফসল কাঁটা উৎসবকে প্রমোট করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কাজ করা। দেশি-বিদেশি ছাত্র-ছাত্রিদের নিয়ে ফসল কাঁটা উৎসবের আয়োজন করা এবং তাদের অভিজ্ঞতা দেশে বিদেশে প্রচার করা।

ড. Mango picking, licchi picking অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং দেশি-বিদেশি ছাত্র-ছাত্রিদের ফ্যাম ট্যুরের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেশে ও বিদেশে প্রচার করা।

ঢ. প্রতিবছর ফল উৎসব, খাবার উৎসব, পিঠা উৎসব আয়োজন করা।

ণ. উন্নতমানের হোটেলে দেশি-বিদেশি প্রসিদ্ধ খাবারের রন্ধন প্রনালী এবং খাবার পরিবেশনার উপর লাইভ ভিডিও প্রচার করা।

ত. কোভিড-১৯ এর সংক্রমন হ্রাস বা অন্য কোনো ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর নিমিত্ত হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য খাবার দোকানের জন্য প্রস্তুতকৃত অনুসরণীয় নির্দেশিকা প্রতিপালন করা।

৭. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবার বিপণন

ক. বিখ্যাত খাবারের অরিজিন, গুনাগুন, প্রাপ্য স্থান, বিবরণ ও ছবি সম্বলিত তালিকা প্রস্তুত করে তা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা।

খ. দেশি-বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটনের ব্রুশিউর, ই-ব্রুশিউর, ই-নিউজলেটার প্রস্তুত এবং প্রচার করা।

খ. আকর্ষণীয় ট্রেডমার্কের ব্যবহার গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য 'Flavor of Sea' একটি আকর্ষণীয় ট্রেডমার্ক হতে পারে, যা পর্যটকদের সমুদ্র সৈকত এলাকা পরিদর্শন করার পাশাপাশি স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিতে উৎসাহিত করবে । এক্ষেত্রে এটুআই এর সাথে যৌথভাবে কাজ করা।

গ. পরিচিত এবং আকর্ষণীয় কাহিনী উপস্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বাজারজাত করা। যেমনঃ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাদ্য এবং রন্ধনপ্রণালীর প্রাসঙ্গিক কাহিনী উপস্থাপনের মাধ্যমে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা।

ছ. পর্যটকদের চাহিদা, ঋতুর ধরণ এবং সময়, বিশেষ দিন উপলক্ষে বিভিন্ন আকর্ষণীয় মূল্য নির্ধারণ করে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বিপণনের কৌশল গ্রহণ করা।

জ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন ভিত্তিক ওয়েবসাইট এবং মোবাইল এ্যাপস , টিভিসি, ওভিসি তৈরি করা।

ঝ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের কার্যকর বাজারজাতকরণের জন্য ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্সি, গণমাধ্যম এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি হাইকমিশন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনের সহায়তা গ্রহণ করা।

৯. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন উন্নয়নের জন্য কমিটি

বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে একটি অনন্য গ্যাস্ট্রোনমিক গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দুটি প্রধান কমিটির মাধ্যমে কাজ করা।

৯.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

বাংলাদেশে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন এর কৌশলগত পরিকল্পনা, উন্নয়ন, সম্পদ বণ্টন, গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন চর্চা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা এবং কমিটির কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা:

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (সভাপতি)

২. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৩. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৪. কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৬. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৭. অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (সদস্য)

৮. সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকদের প্রতিনিধি (সদস্য)

৯ .বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) প্রতিনিধি (সদস্য)

১০. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বিশেষজ্ঞ (সদস্য)

১১. বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের গভর্ণিং বডির একজন সদস্য (সদস্য)

১২. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের (বিপিসি) প্রতিনিধি (সদস্য)

১৩. ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত সংস্থার প্রতিনিধি (সদস্য)

১৪. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৫. পর্যটন উদ্যোক্তা (সদস্য)

১৭. ট্যুরিস্ট পুলিশের প্রতিনিধি (সদস্য)

১৮. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের শিক্ষাবিদ (সদস্য)

১৯. স্থানীয় সাংবাদিক/ বিশিষ্ট সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক (সদস্য)

২০. উপ-পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বিটিবি (সদস্য সচিব)

৯.২ কমিটির কার্যপরিধি

ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

খ. বাংলাদেশের প্রধান গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটন আকর্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ, উন্নয়ন ও প্রমোশনের কৌশল নির্ধারণ করা।

গ. গ্যাস্ট্রোনমিক পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবার মান নিশ্চিতকরণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ. অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনকে প্রচার করা।

ঙ. গ্যাস্ট্রোনমিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

চ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে দায়িত্বশীল অনুশীলনকে উৎসাহিত করা।

৯.৩ গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের জন্য স্থানীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন উন্নয়ন ও বিপণনে জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি কাজ করবে। এক্ষেত্রে জেলা পর্যটন সেল প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করবে।

জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেঃ

ক. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশিত পরিকল্পনা ও কৌশল যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা।

খ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন কার্যক্রম যেমন, খাদ্য, পিঠা উৎসবের আয়োজন করার জন্য সম্ভাব্য স্থানগুলো চিহ্নিত করা।

গ. সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ব্যবহার করে ঐতিহ্যগত গ্যাস্ট্রোনমি প্রচার করা।

ঘ. সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার জন্য জনসচেতনতা তৈরি করা।

ঙ. স্থানীয় খাদ্য বিক্রেতাদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

চ. ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং আতিথেয়তার ক্ষেত্রে অকৃতিমতা নিশ্চিত করা।

ছ. বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যবাহী খাবার চিহ্নিত করা এবং তা পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মূল্যবান পরামর্শসহ প্রয়োজনীয় তথ্য জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট প্রেরণ করা।

ঝ. স্থানীয় জনগোষ্ঠী, স্থানীয় অর্থনীতি এবং পরিবেশে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের প্রভাব সম্পর্কিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা।

১০. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের জন্য অর্থায়ন এবং বাজেট

সারা দেশে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিশ্চিত করাঃ

ক. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড অর্থ বরাদ্দ রাখবে।

খ. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা।

গ. গ্যাস্ট্রনমি পর্যটন বিকাশে ও উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান রাখা।

ঘ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন সুবিধা বিকাশে বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

গ্যাস্ট্রনমি ইভেন্ট এবং উৎসব আয়োজনে স্পন্সরশিপ, যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ছ. গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা।

পরিশিষ্ট ক: গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবা

গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটন পণ্য এবং পরিষেবা	গ্যাস্ট্রোনমি পর্যটনের উপাদান
গ্যাস্ট্রোনমিক ঐতিহ্য	- রেসিপি (মুঘলাই রান্না) - খাবার এবং রন্ধনশিল্প (অঞ্চল অনুসারে বিশেষত্ব) - ল্যান্ডস্কেপ বাগান (গ্রামাঞ্চলে ধান চাষের জমি) - স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনকারী (কৃষক, মালী এবং জনপ্রিয় শেফ) ইত্যাদি
আতিথেয়তা সেক্টর	- রেস্তোরাঁ - হোটেল - রিসোর্ট - ফুড কোর্ট - লজিং সেবা ইত্যাদি
খাদ্য শিল্প এবং উৎপাদন এলাকা	- কৃষি প্রতিষ্ঠান - খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র - খাদ্য কারখানা ইত্যাদি
গ্যাস্ট্রোনমিক কার্যক্রম	- অনুষ্ঠান এবং উৎসব (পিঠা উৎসব, ফসল উৎসব, ফল উৎসব) - বানিজ্য মেলা - মাছ চাষ এবং মাছ ধরা - ফল বাগান ইত্যাদি
গ্যাস্ট্রোনমিক শিক্ষা	- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - রান্নার স্কুল - আতিথেয়তা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান - রন্ধনশিল্প, সেফ ও বেকিং কোর্স ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি